লোকবাণী
শঙ্খবাণী
অমল-
লোকবাণী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের
দ্বিতীয় ছবি
11-5-51
পরিবেশক – ছায়াবাণী লিঃ

লোকবাণী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের

শঙ্খবানী

রচনা ও পরিচালনা • জ্যোতির্ময় রায়

প্রধান ভূমিকায়

বিনতা রায়

সত্যেন বসু • রাধামোহন

— অন্যান্যাংশে —

নিবেদিতা দাস	কালী সরকার	শান্তি মিত্র
৺মেঘেন্দ্রলাল রায়	শ্যামলী চক্রবর্ত্তী	মৃণালকুমার
চিত্ররথ	বেলা দেবী	লেতো

জ্যোতি সেন, বলীন সোম, ব্রজ চক্রবর্ত্তী, দেবকুমার, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

—শিল্প নির্দ্দেশনা—	—চিত্রগ্রহণ—	—শব্দগ্রহণ—
বটু সেন	দেওজী ভাই	গৌর দাস

সঙ্গীত পরিচালনা : সত্যজিৎ মজুমদার

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অনিত মুখোপাধ্যায়

যন্ত্রীসঙ্ঘ : বিনয় চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "গ্র্যাণ্ড অর্কেষ্ট্রা"

প্রচার চিত্রশিল্পী : অমল সেন রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী

স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফোটো সার্ভিস

— সহকারীগণ —

চিত্রনাট্যে : মণীন্দ্র রায়, দেবব্রত সেনগুপ্ত

পরিচালনায় : কৃষ্ণগোপাল লাহিড়ী, দেবব্রত সেনগুপ্ত, রণজিৎ বিশ্বাস

আলোকচিত্রে : বুলু লাডিয়া, বীরেন ভট্টাচার্য্য, তরুণ গুপ্ত

রূপসজ্জায় : দুলাল দাস, অনাথ মুখোপাধ্যায়

শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত : ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত

ধন্যবাদ : দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর, শ্রীনরেন্দ্র সিং সিংহী (এম-এল-এ), কুসুম ফ্যাক্টরী।

পরিবেশক • ছায়াবাণী লিঃ

কাহিনীর বক্তব্য

খাদ্য থেকে সুরু করে জীবনের নানাক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী স্বাভাবিক-ধর্মী অপরাধীদের হাতে বিজ্ঞান আজ উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে — হ'য়ে উঠেছে মানুষের মহা অমঙ্গলের হাতিয়ার। এই দুর্বিপাকে সর্ব-সাধারণের অধিকার আছে, বিশ্বের বিশুদ্ধ আর ফলিত বিজ্ঞানের প্রতিটি বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করবার—বিজ্ঞানাদর্শ স্মরণ করে কেবলমাত্র তাঁরা যদি রুখে দাঁড়াতেন তাহ'লে ভেজাল থেকে সুরু ক'রে আণবিক বোমার অমানুষিক উদ্দেশ্য সম্ভব হ'ত কি ?

সমাজের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে বড় দুর্দিন, যখন মহাপাপ তার অঙ্গে সহজ এবং স্বাভাবিক হ'য়ে মিশে যায়। জন্ম-অপরাধীর উৎকট চেহারা আমরা চিনি কিন্তু জানতে পেরেও চিনতে পারি না রূপহীন মহা অপরাধীদের। আমাদের এই কাহিনীর সেই দুষ্টগ্রহ—ভবানীচরণ গত মহাযুদ্ধের যোগানদারীতে নির্বিচারপন্থায় প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবা থেকে উঠে আসে উচ্চবিত্তে। তারই হাতে গড়ে ওঠে এক ব্যবসায়িক যৌথ-প্রতিষ্ঠান, যে কুণ্ডলীর পাপচক্রে রচনা হয় মুনাফা লোটার এক বীভৎস পদ্ধতি। একজন স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর কোন পদার্থ স্বল্পব্যয়ে প্রস্তুত করে বাজারে চড়া দামে ছেড়ে নিজের মুনাফার বিনিময়ে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করে নানা গুরুতর ব্যাধি, অন্যজন

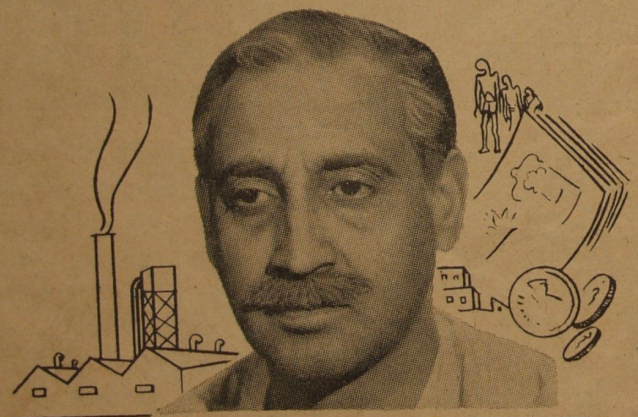

আবার সেই ব্যাধির প্রকোপকেই স্বার্থে খাটায় রোগ-নিরাময়ের উপলক্ষে। এই চক্রের ল্যাবরেটরী থেকে দুইই বেরোয়, খাদ্যের নামে রোগ সৃষ্টির কারণ আবার তার প্রতিষেধকও।

কিন্তু সুখ নেই ভবানীচরণের অন্দরমহলে। স্ত্রী—প্রচুর অভিজ্ঞতায় তার জীবনে এসেছে একটা জমাট স্থৈর্য্য, মুখের প্রশান্তিতে কোথায় যেন রয়েছে একটা প্রচণ্ড শাসন। আর শান্তা···ভবানীচরণের একমাত্র মেয়ে—যার স্বভাবে বিচিত্রভাবে উঁচিয়ে আছে একটানা একটা নালিশ—কেবল নালিশই নয়, পিতার বিরুদ্ধে আঁকশির মত ঝুলে থাকা একটু ঘৃণা। এই শান্তার জীবন-রেখ স্বাভাবিক গতিপথ থেকে একটু হেলে পড়লো পারিবারিক আকস্মিক দুর্ঘটনার কোন এক ইতিহাসের মোড়ে।

ভবানীচরণের পোষা রসায়ণবিদ অশোক—'মানুষ হিসাবে মন্দ সে নয়, তার মধ্যে যা নেই তা হচ্ছে ব্যক্তিত্ব—আত্মসম্মানবোধ।' আর তারই বোন মণিকা, সমাজের আর এক অপচয়, ··· কত অসুবিধা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাবার পথ খুঁজছে এক যুবতী, অর্থহীন অসার্থক সমাজ-সেবার নামে—উৎসাহের কি করুণ অপব্যয়।

এত বিচিত্র চরিত্রের মাঝে ভবানীচরণ ডেকে পাঠালেন সবিতৃ চট্টোপাধ্যায়কে, নিজের ব্যবসায়ে দামী বেসাতী হিসাবে ব্যবহার করতে। সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে এই সবিতৃ। প্রথম পরিচয়েই ভবানীচরণ বুঝতে পারলেন ইনি কেবল রসায়ণবিদই নন, বিংশ শতাব্দীর এক সমাজসচেতন বৈজ্ঞানিকও বটে। তবু ধূর্ত ব্যবসায়ী তাকে কাছে টানে—তার বিশ্বাস "আদর্শবাদী মিডল্ ক্লাস ব্রেণকে" বাগে আনতে সে জানে।

সবিতৃর সাদা মন জানতে পারে না সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পাপ ছড়িয়ে আছে, সে এসে পড়লো তারই কোন এক চক্রের কবলে। কাজে যোগ দিলো সবিতৃ।

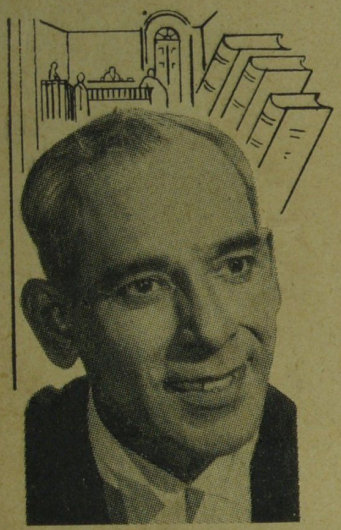

কিন্তু আভাষ পেলো শান্তার কাছ থেকে অনেক কিছুর, শান্তাকে পেলো কাছে আর পরিচয় পেলো পরিচ্ছন্ন একটা তাজা মনের। শান্তা খুঁজে পেলো নিজেকে — শান্তার চঞ্চলতা শান্ত হয়ে এলো সবিতৃর গভীর প্রাণের স্পর্শ পেয়ে।

কিন্তু আচমকা ঘটনার শান্ত প্রবাহ ঘনঘটায় উঠলো দুলে।

একদিন ভবানীচরণ দেখে সবিতৃ মুষড়ে পড়েছে তার অকৃতকার্য্যতায় —যে পদার্থ সে আবিষ্কার করতে গিয়েছিল তাতে অজানিত বিষাক্ত উপাদান নাকি থেকেই যাচ্ছে, কৌশলী ভবানীচরণ জানতে পারলো বিষের সন্ধান না-পেলেও তার কুফলের প্রতিষেধক ওষুধের সন্ধান পেয়েছে সবিতৃ। উল্লাসে জ্বলে উঠলো ভবানী-চরণের গৃধ্নু চোখ——সবিতৃকে দেখাল টাকার লোভ—পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো অর্থার্জনের নির্বিচার পন্থার গুণ-কীর্ত্তনে। অতি আগ্রহের ঝোঁকে ভব্যতার ভাণ চিড়ে বেরিয়ে এলো ভবানীর নগ্নরূপ। ক্রোধে বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় সবিতৃ। রুখে দাঁড়ায় সে নিজের আবিষ্কার ছিনিয়ে নিতে। বিজ্ঞানী হিসেবে সবিতৃ জানে আবিষ্কারের মূল্য মঙ্গলকর প্রয়োগ-মহিমায়। দুষ্ট-শক্তির হাতিয়ার হিসেবে সে তা বাড়িয়ে ধরবে—অসম্ভব।

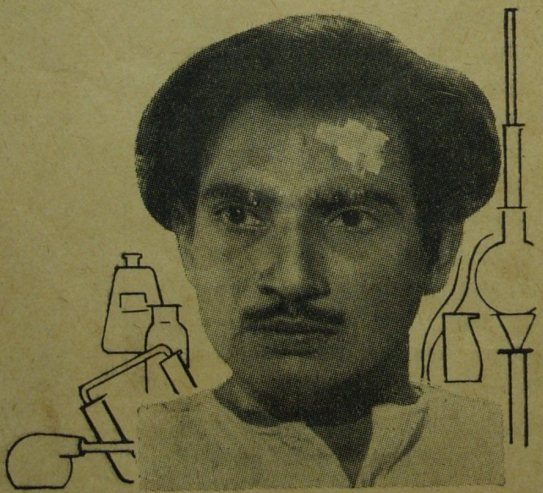

ক্রুদ্ধ ভবানীচরণ বলপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হয় না। সাময়িকভাবে প্রতিহত হলো আদর্শ, দৃঢ়তা। অপমানিত সবিতৃ বেরিয়ে এলো। কিন্তু থামলো না সবিতৃ—তার আদর্শ, দৃঢ়তা আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফেটে পড়তে গিয়ে ধরা পড়লো সে হত্যাকারী ব'লে। সঙ্গে পাওয়া গেল একটা বোমা।

আরও আছে—গল্পের নয় সত্যের। ব্যারিষ্টার এ, কে, গুপ্ত প্রবীন এক আইনজীবী। সমস্ত নিয়মটাকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে জজের সামনে যা তুলে ধরলেন, তা বুঝিবা আজকের বিজ্ঞানজগতেও এক বিস্ময়।

যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে সবিতৃ প্রতিবাদ করেছিলো তার চরম নিষ্পত্তি আজকের বিচারে নয়—প্রগতির ভবিষ্যতে।

কিন্তু মহৎকে লাঞ্ছিত হতে দেখে শান্তা যে প্রশ্ন করেছিলো—একি? এ কেমন করে হ'লো? হুকুম? কার হুকুম? শান্তার এ প্রশ্ন অগণিত অন্যায়ের সামনে বুঝিবা আমাদের সমবেত প্রশ্নেরই প্রতিধ্বনি মাত্র!

বিজ্ঞানের মঙ্গলকর আবিস্কার নিয়ে তাকে
বিকৃত উপায়ে দেশে দেশে যে অমঙ্গলের বীজ
বপন করছেন আজকের স্বার্থান্বেষীর দল
তারই বিরুদ্ধে শাশ্বত মঙ্গলের
শ ঙ্খ বা ণী।

সম্পাদনা : অমল সেন। প্রকাশক : ছায়াবাণী লিমিটেডের পক্ষে শ্রীহরিপদ নন্দ।
মুদ্রণ : জাতীয় মুদ্রন, ৭৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

12.5.51